গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৪১ সংখ্যা | ৩ - ৯ জুন ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবাদ এসইউসিআই(সি)-র

মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার্য করার প্রতিবাদে ২৭ মে কলকাতায় কলেজ স্ট্রিট মোড়ে ও জেলায় জেলায় বিক্ষোভ ও রাজ্য মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি পোড়ানো হয় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে। এই প্রসঙ্গে রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ওই দিন এক বিবৃতিতে বলেন,

'যখন শিক্ষাক্ষেত্রে চূড়ান্ত দুর্নীতি পশ্চিমবঙ্গের গৌরবকে দেশের মানুষের কাছে নামিয়ে এনেছে, ঠিক সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রীকে বসানোর যে সিদ্ধান্ত রাজ্য মন্ত্রীসভায় পাশ হয়েছে তা এ দেশে এবং বিশেষ করে এই

চারের পাতায় দেখুন

কার দখলে শিক্ষা প্রতিযোগিতা শাসকদের

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে এখন থেকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়েছে এই সিদ্ধান্ত। তিনি হবেন উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ প্রশাসক। তিনিই সরাসরি উপাচার্যদেরও নির্বাচন করবেন। উচ্চশিক্ষার নীতি নির্ধারণে তিনিই হবেন প্রথম ও শেষ কথা। বলা যেতে পারে শিক্ষাক্ষেত্রের একেবারে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসবেন তিনি।

এটা স্পষ্ট যে, শিক্ষক, অধ্যাপক অধ্যক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সকলের ক্ষেত্রেই অ্যাকাডেমিক বিষয় সহ কোনও ব্যাপারে স্বাধীন মত প্রকাশ কিংবা অবাধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রাস্তায় নতুন করে বাধা তৈরি হবে। একই সাথে শিক্ষাক্ষেত্রের গণতান্ত্রিক বডিগুলোকে সরকারের ইচ্ছাতেই চালানো এবং পরিচালনায় সরাসরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিপদ বাড়বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের যেটুকু ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট আছে, এর ফলে তাও সম্পূর্ণ লুপ্ত হবে। উপাচার্য থেকে অধ্যাপক, পরিণত হবেন সরকারের আজ্ঞাবহ কর্মচারীর স্তরে। একই সাথে

দুয়ের পাতায় দেখুন

এসএসসি দুর্নীতি ঃ *দোষীদের শাস্তির দাবিতে সল্টলেকে বিকাশ ভবনের সামনে ২৪ মে বিক্ষোভ এস ইউ সি আই (সি)-র। বিক্ষোভের আগেই পুলিশ ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে।*

মালিকদের মুনাফার স্বার্থেই কৃত্রিম কয়লা সঙ্কট ও বিদেশ থেকে আমদানির ফরমান

এবারের গ্রীষ্মের শুরু থেকেই ভারত সরকারের বিদ্যুৎদপ্তর বলছে, কয়লার অভাবে দেশের তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর উৎপাদন সংকটের মুখে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু রাজ্যে সর্বোচ্চ চাহিদার সময় প্রায় ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ কম হওয়ার ফলে শুরু হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে লোডশেডিং।

কেন এই সংকট? সত্যিই কি আমাদের দেশে কয়লার অভাবের জন্য এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে? নাকি এর পিছনে রয়েছে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির এক গভীর ষড়যন্ত্র? এ কথা সত্য, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবল তাপ প্রবাহের জন্য গত বছরের তুলনায় এ বার বিদ্যুতের চাহিদা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার কয়লা সরবরাহের অভাবে গত বছরের অক্টোবরে একইভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। তা হলে বার বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে কেন? কেন গত বছরের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রক যথা সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি?

ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা মূলত কয়লার উপর নির্ভরশীল। দেশের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৬৬ শতাংশ আসে তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে। ১৭৩টি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় কয়লার ৭০ শতাংশ সরবরাহ করে ভারত সরকারের সংস্থা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড। এ ছাড়া রয়েছে সরকারের কাছ থেকে পাওয়া তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর নিজস্ব কোল ব্লক। তা হলে অভাব কেন?

একসময় কোল ইন্ডিয়ার কয়লা ছিল উদ্বৃত্ত। ২০১৬-তে তারা দেশের চাহিদা মিটিয়েও বাংলাদেশকে কয়লা সরবরাহ করেছে। তা হলে উৎপাদন ব্যবস্থা আজ দুর্বল কেন? বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারি মালিকদের স্বার্থে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডকে যথাযথভাবে ব্যবহার করছে না। দেশের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ না নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই সংস্থাকে সুপরিকল্পিতভাবে দুর্বল করছে। ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর 'কয়লায় আত্মনির্ভরতা' ঘোষণাটি যে কতবড় মিথ্যাচার তা বুঝিয়ে দিচ্ছে বর্তমান সঙ্কট। ওই বছর কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের বাড়তি মজুত (সারপ্লাস রিজার্ভড) ৩৫ হাজার কোটি টাকা বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমান খনিগুলোর সম্প্রসারণ ও নুতন খনি খোলার কাজে ব্যবহার না করে কেন্দ্রীয় বাজেটের আর্থিক ঘাটতি পূরণের জন্য আত্মসাৎ করেছে সরকার। এই ঘটনা না ঘটলে কোল ইন্ডিয়ার উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেত। তা সত্ত্বেও কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড গত বছরের তুলনায় বর্তমান সময়ে প্রায় ১৫.৬ শতাংশ বেশি কয়লা উৎপাদন করেছে। তা হলে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো কয়লার অভাবে উৎপাদন সংকটের মুখে পড়ছে কেন?

সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটি (সিইএ)-র নির্দেশানুযায়ী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে সব সময় ২২-২৫ দিনের কয়লা মজুত থাকার কথা। কিন্তু কী কারণে কয়লা মজুত রাখা সম্ভব হচ্ছে না? কেন ৯৩টি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার চরম সংকট? এ ক্ষেত্রে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিজেপি শাসিত আসামে কার্যত পুলিশ রাজ

গুজরাটের নির্দল বিধায়ক জিগনেশ মেবানির সাম্প্রতিক একটি টুইটকে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা এবং জামিন আটকাতে পুনরায় মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর ঘটনায় আসামের বিজেপি পুলিশের ও সরকারের মুখ পড়ল।

১৮ এপ্রিল জিগনেশ মেবানি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করে একটি টুইট করেছিলেন। এই টুইটের পরিপ্রেক্ষিতে আসামের এক বিজেপি নেতা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেন। ২০ এপ্রিল সেই মামলায় তাঁকে গুজরাট থেকে গ্রেপ্তার করে আসাম পুলিশ। পুলিশ হেফাজতে ৩ দিন এবং বিচারবিভাগীয় হেফাজতে ১ দিন থাকার পর ২৫ এপ্রিল তিনি জামিন পান। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় আরেকটি মামলায়। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বন্দি অবস্থায় এক মহিলা পুলিশ অফিসারের শ্লীলতাহানি করেছেন।

এই দ্বিতীয় মামলাটিই আসামের বিজেপি সরকারের মুখোশ খুলে দিয়েছে। বিজেপি কীভাবে পুলিশকে চাপ দিয়ে এরকম একটি মিথ্যা মামলা সাজাতে পারল, তা এই মামলার বিচারপর্বে উঠে এসেছে। গভীর আশঙ্কায় বিচারপতি বলেছেন, এটা বন্ধ করতে না পারলে, আসাম অচিরেই পুলিশ স্টেটে পরিণত হবে, যেখানে গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না

ঠিক কী বলেছিলেন বিচারপতি? বলেছেন, জিগনেশের বিরুদ্ধে আনা মামলা পুরোপুরি 'সাজানো'। দুই অফিসারের সামনে একজন ধৃত ব্যক্তি কীভাবে এক মহিলা পুলিশ অফিসারের শ্লীলতাহানি

ছয়ের পাতায় দেখুন

কার দখলে শিক্ষা, প্রতিযোগিতা শাসকদের

একের পাতার পর

বিনষ্ট হবে শিক্ষার গণতান্ত্রিক পরিবেশ।

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা এই কাজের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী যদি পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হন, রাজ্যপাল যদি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়ি ঘোরাতে পারেন, তা হলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠবে কেন? যে কোনও বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বোঝেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালনের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি হতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন এবং পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোনও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাজ্যপাল শিক্ষাবিদদের মাথায় বসে ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করলে রাজ্য সরকারকেও সেটাই করতে হবে, এটা আর যাই হোক, সু-যুক্তি হতে পারে না। যে কথা সাধারণ মানুষ বোঝেন তা সরকারের বড় বড় নেতা-মন্ত্রীরা বোঝেন না, এমনটা তো হওয়ার কথা নয়! আসলে রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সব কিছু বুঝেই— যাতে পাঠ্যসূচি তৈরি থেকে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, এক কথায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত প্রশ্নে এখন সরকারের মন্ত্রী এবং আমলাদের নির্দেশই শিরধার্য বলে গ্রহণ করতে শিক্ষাবিদরা বাধ্য হন।

কী ক্ষতি এতে? ক্ষতি অনেক গভীরে। শিক্ষাক্ষেত্রে দলতন্ত্র কায়েম হলে শিক্ষার গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং মানুষ তৈরি হওয়ার পরিবেশটাই ধ্বংস হয়। শিক্ষার স্বাধিকারের প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ শিক্ষা যদি স্বাধীন হতে না শেখায়, প্রশ্ন তুলতে না শেখায়, বরং শাসকের ধামাধরা হতে শেখায় তা হলে তাকে শিক্ষা বলা চলে না। জনগণের টাকায় গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থাকে শাসকের দ্বারা কুক্ষিগত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়েছেন এ দেশের এবং সব দেশের নবজাগরণের পথিকৃৎ মনীষীরা। তাঁদের দীর্ঘ প্রচেষ্টা ছিল শিক্ষায় সরকার আর্থিক দায়িত্ব নেবে, কিন্তু শিক্ষা প্রশাসন থেকে শুরু করে অ্যাকাডেমিক কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। সেই চিন্তাকে আজ নস্যাৎ করা হচ্ছে।

এস ইউ সি আই (সি) দলের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যপাল নয়, আচার্য পদে শিক্ষাবিদদের বসাতে হবে।' এ রাজ্যে বারবার দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্তই হোক, কিংবা স্কুলের বদলে পাড়ায় শিক্ষালয়ের উদ্ভট ঘোষণা হোক, শিক্ষার বিষয়ে কোনও শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, অধ্যাপক, উপাচার্য, অভিভাবক ছাত্র সহ শিক্ষার সাথে যুক্ত কোনও স্তরের মানুষেরই মতামত নেওয়ার তোয়াক্কা রাজ্য সরকার করেনি। বিষয়টা এত নগ্ন যে শিক্ষামন্ত্রী পর্যন্ত বলে থাকেন—সবই মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা! ফলে শিক্ষার প্রতিটি সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁকে চারপাশে ঘিরে থাকা আমলাদের মাথা নাড়ার উপরই যেন নির্ভর করছে। শিক্ষাদপ্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের কাজ এখন শুধু নবান্নের ঘোষণার পর তাতে স্ট্যাম্প মারা!

গত ২৭ এপ্রিল হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী বললেন, তাপপ্রবাহের কারণে ২ মে থেকে স্কুলগুলি বন্ধ রাখা হবে। সাধারণ পরিবারের ছাত্রদের স্কুলে আসার অভ্যাসে আবারও ছেদ পড়ল। ছুটির দাবি কিন্তু কেউ তোলেনি। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছিল, মে মাসের শুরুতে বৃষ্টি হবে। অথচ স্কুল ছুটি দেওয়া হল ৪৫ দিন। প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগঠন বিপিটিএ এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছে। বোঝাই যায় এই শিক্ষকদের সামান্য মতটুকুও সরকার নেয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২৭ মে কলেজ স্ট্রিটে দলের বিক্ষোভ। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়

আশার কথা কিছু বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের এসব তুঘলকি পরামর্শে কান না দেওয়ার সাহস দেখিয়েছে। সবচেয়ে মজার বিষয়, উত্তরবঙ্গে ওই সময় প্রবল বৃষ্টি। খবরের কাগজে ছবি বেরোল জলপাইগুড়িতে ছাত্রছাত্রীরা সোয়েটার পরে স্কুলে যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা দপ্তরের কোনও হেলদোল নেই। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করার সাহস শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী-আমলাদের নেই। এর ফলে শিক্ষার হাল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার উত্তর কে দেবে? শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং অবশ্যই মেরুদণ্ড-যুক্ত মানুষরা সঠিকভাবেই বলেছেন, এটা আসলে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ছাত্রদের অনীহা তৈরি করে তাদের বেসরকারি এবং অনলাইন শিক্ষার দিকে ঠেলে দেওয়ার সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। অভিভাবকরা শঙ্কিত— আগামী দিনে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে তো? শিক্ষক নিয়োগ আদৌ হবে তো, নাকি ছাত্র নেই এই অজুহাতে অনেক স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হবে। যেমন ইতিমধ্যে বহু স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে শিল্পপতিদের হাতে শিক্ষার দায়িত্ব ছাড়ার পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার তা রাজ্যবাসী জেনেছে।

সম্প্রতি দেখা গেল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও পুরোপুরি অনলাইনে ঠেলে দেওয়ার জন্য সরকারের বকলমে দায়িত্ব নিয়েছে শাসক দলের ছাত্র সংগঠন। তাঁরা অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কিছু জায়গায় উপাচার্যদের উপর চাপ সৃষ্টি করে অনলাইন পরীক্ষার নোটিস করতে বাধ্য করেছে। অধ্যাপকরা বিরক্ত হলেও অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের দাপটের অসহায়। যে পদ্ধতিতে ছাত্রদের পড়াশোনা করার দরকার হয় না, শুধু বই খুলে লিখে প্রচুর নম্বর পাওয়া যায়, প্রয়োজনে শিক্ষকদের চাপ সৃষ্টি করে বেশি নম্বর আদায় করা যায়, তার নাম পরীক্ষা? শিক্ষকরা বলছেন, অনলাইন পদ্ধতিতে কোনও ভাবেই সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এর ফলে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে, পড়াশোনার আগ্রহ কমছে। কিন্তু এসব নিয়ে ভেবে দেখার কোনও সদিচ্ছা সরকারের নেই। কী পদ্ধতিতে মূল্যায়ন হবে তা নিয়ে শিক্ষকদের বলার যেন কিছু নেই! শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের মদতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোথাও ভাঙচুর, কোথাও ঘেরাও-অবরোধ, কোথাও উপাচার্যের দরজায় লাথি পড়লেও সরকার নীরব দর্শক। প্রচ্ছন্ন সরকারি মদতে এই বিশৃঙ্খলা রাজ্যবাসীকে হজম করতে হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপাও অনলাইন পরীক্ষার পক্ষে সওয়াল করেছে। পরীক্ষার নামে এই প্রহসনের পুনরাবৃত্তির জন্য শাসক দলের চক্রান্ত দেখতে দেখতে সাধারণ ছাত্ররাও বিভ্রান্ত। উপাচার্য থেকে আধিকারিকরা বিস্ময়ে বিমূঢ়। এখন তাঁদের অধিকাংশের অবস্থা দাঁড়িয়েছে কেবল উপরতলার নির্দেশকে মান্যতা দেওয়া। এই উপরতলা বলতে কী বোঝায় তা প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা অধ্যাপকরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। না হলে হয়তো আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মতো চূড়ান্ত হেনস্থার শিকার হতে হবে। এই ভয়ের কারণে তাঁরা শাসকদলের অনুগত ছাত্রদের ইচ্ছানুযায়ী অবলীলাক্রমে আত্মপ্রবঞ্চনা করে যাচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রী নীরব দর্শক। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন নির্বাচিত ছাত্র-সংসদ নেই। সিনেট-সিন্ডিকেট নির্বাচন বন্ধ। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলগুলোকে কাজ করতে না দিয়ে সবই হয় নবান্ন, নয় বিকাশ ভবন নির্দেশ দিয়ে চালাচ্ছে। যদিও আশার কথা, সব শিক্ষক, অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয় এখনও পুরোপুরি এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করেনি।

দলতন্ত্র কংগ্রেস ও সিপিএম শাসনে

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষায় স্বাধিকার বিলোপের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৭০-এর দশকে কংগ্রেস সরকারের আমলেই। সে দিনের আগুনখোর কিছু কংগ্রেসী ছাত্র নেতা (পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী) গণটোকাটুকির অধিকারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডব চালিয়ে ছিলেন। ১৯৭৭-এ সিপিএম সরকার ক্ষমতায় এসেই শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্ত নির্বাচিত বডি ভেঙে দিয়েছিল। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগে তৈরি করেছিল নিরঙ্কুশ দলীয় নিয়ন্ত্রণ। সরকারি দলের কথা না মানায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্যের হেনস্থার ছবি এ রাজ্য দেখেছে। সেদিন তাই শিক্ষায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ, স্বাধিকার ফিরিয়ে আনার দাবি তুলে ধরে শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীরা গড়েছিলেন 'শিক্ষা সংকোচনবিরোধী স্বাধিকার রক্ষা কমিটি'। পথে নেমেছিলেন অরবিন্দনাথ বসু, সুকুমার সেন, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু প্রতুল গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা।

গৈরিক দলতন্ত্র

শিক্ষাকে সমস্ত দিক থেকে বিপন্ন করে তোলার পদক্ষেপ শুধু রাজ্য নয়, কেন্দ্রও একইভাবে নিয়ে চলেছে। কেন্দ্রের মোদি সরকার গণতান্ত্রিক সমস্ত পদ্ধতিগুলোকে নস্যাৎ করে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ কার্যকর করেছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষাকে চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে এবং উচ্চশিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ইউজিসিকে দিয়ে প্রতিনিয়ত একের পর এক সার্কুলার জারি করে চলেছে। কার ক্ষমতা বেশি, কে কত বেশি নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। দেশের ছাত্রদের আরএসএস নির্দেশিত শিক্ষা গেলানো হবে, নাকি রাজ্যের শাসকদের অঙ্গুলিহেলনে শিক্ষা চলবে তারই মহড়া চলছে। শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষকদের মতামত ব্রাত্য।

এই সরকারগুলির পরামর্শদাতা কারা? দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিরা। তাই শিক্ষায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ তথা শাসক দলের রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করার প্রবণতা কেবল একটি ঝোঁক নয়, ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। কে ছড়ি ঘোরাবে, কে শিক্ষাকে দখল করবে, তা নিয়ে শাসকদলগুলির মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা চলছে।

শিক্ষাব্যবসায়ী একচেটিয়া পুঁজিমালিকরা তাদের অর্থ লোলুপতা নিয়ে নামছে শিক্ষার পরিসরকে দখল করতে। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্র যেন একদল ধান্দাবাজ অর্থলোলুপ দুর্নীতিগ্রস্তদের খোলা ময়দান হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার মর্মবস্তুকে মেরে দিয়ে তাকে বাণিজ্যে পরিণত করার লক্ষ্যে যে ষড়যন্ত্র চলছে, তাকে প্রতিহত করতে শিক্ষানুরাগী মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে।

পাথর খাদান ঃ শ্রমিকদের জীবনীশক্তি শুষে নিয়েই মালিকদের মুনাফা

কেমন আছেন রাজ্যের পাথর খাদান অঞ্চলের শ্রমিকরা? বীরভূম জেলার মহম্মদবাজার, মল্লারপুর, রামপুরহাট, নলহাটি, মুরারই ব্লকের ঝাড়খণ্ড লাগোয়া বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে উন্নত মানের কালো পাথরের বিশাল ভাণ্ডার। এই পাথরের নিচে আবিষ্কৃত হয়েছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা ব্লক। এখানে মাটির উপরিভাগে রুক্ষ পাথরের জমি আর বনাঞ্চলে বসবাস কিছু হতদরিদ্র আদিবাসী ও নানা সম্প্রদায়ের গরিব মানুষের। এঁদের নামমাত্র মজুরিতে খাটিয়ে খাদান, ক্রাশার মালিকরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে।

এখানকার গরিব মানুষেরা অভাবের তাড়নায় তাঁদের জমি বিক্রি বা লিজ দিতে বাধ্য হচ্ছেন ওই মালিকদের কাছেই। তারপর জমি হারিয়ে তারা সেই জমিতেই দিনমজুরি করতে বাধ্য হচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এটাই দস্তুর। বৈধ খাদান, ক্রাশার থেকে রয়ালটি নিচ্ছে সরকার। আর অবৈধ খাদান— যার সংখ্যাই সব থেকে বেশি, সেখান থেকে নিয়মিত বিপুল অঙ্কের টাকা মাসোহারা নিচ্ছে শাসক পার্টির নেতা, অফিসাররা। কিন্তু শ্রমিকের দুরবস্থা দেখার তাদের সময়ও নেই, ইচ্ছাও নেই। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্যাক্টরিজ রুল, এসব আছে কিন্তু তা সবই খাতায়-কলমে, বাস্তবে প্রয়োগ নেই। শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরির নিশ্চয়তা, শ্রমবিধি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ভালো ভালো আইনের কথা লেখা আছে। কিন্তু তা কার্যকর করার কোনও দায় নেই প্রশাসনের। আর মালিকের তো প্রশ্নই আসে না। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকার হাজার হাজার পাথর শ্রমিকের জীবনযন্ত্রণার ছবি এক কথায় বিভীষিকাময়।

শ্রমিকের পক্ষে কী কী আইন আছে তা অধিকাংশ শ্রমিকই জানেন না। শাসক দলের শ্রমিক ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে এ সব জানানোর প্রয়োজন মনে করে না। মালিকেরও তা মানার প্রয়োজন হয় না। শ্রমদপ্তর ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকে, এ বিষয়ে কখনও কোনও উচ্চবাচ্যও করে না। এখানে সরকার নির্ধারিত দৈনিক ন্যূনতম মজুরি দক্ষ শ্রমিকের ৭৫২ টাকা, অর্ধদক্ষদের ৫৫২ টাকা, অদক্ষদের ৪৩৭ টাকা। কিন্তু কোথায় কী! নির্ধারিত মজুরির অর্ধেকেরও কম টাকায় তাদের খাটতে হয়। পিএফ, গ্র্যাচুইটি, নির্ধারিত হারে বোনাস, পেনশন এ সব তো তাদের কাছে স্বপ্ন! চাইতে গেলেই বরখাস্ত। কোম্পানিগুলিতে শ্রমিক হাজিরার ঠিকঠাক খাতাও নেই। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় ৪টি মাত্র কোম্পানিতে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ইউনিয়ন আছে, যেখানে দীর্ঘ লড়াই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকের এই অধিকারগুলি আদায় হয়েছে। বাকি সমস্ত জায়গাতেই শ্রমিকদের করুণ দুর্দশা।

এই আর্থিক শোষণ-বঞ্চনার সাথে যুক্ত রয়েছে প্রাণহানিকর ভয়াবহ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। পাথর ক্র্যাশিং, ট্রাক-ডাম্পার লোডিং এবং চলাচলের সময়ে যে বিপুল পরিমাণ পাথরের গুঁড়ো, ধুলো-বালির ঝড় বয়ে চলে, সে অবস্থার ভয়াবহ দৃশ্য না দেখলে তা বোঝা কঠিন। কর্মরত শ্রমিক ছাড়াও ওখানে বসবাসকারী মানুষজনের অবস্থাও আরও সঙ্গীন। নাক-মুখ দিয়ে অবিরত শরীরে ঢুকছে সূক্ষ্ম পাথরের গুঁড়ো, ধুলোবালি। ফুসফুসে বাসা বাঁধছে মারণ রোগ সিলিকোসিস। জীবনের মেয়াদ শেষ করে দিচ্ছে দ্রুত তালে। কারওই কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। পরিবেশ দূষণ রোধের ব্যবস্থা তো দূরের কথা। মুখে একটা মাস্ক পর্যন্ত নেই। কিছু মানুষ কাজের সময় নাক-মুখ গামছা বা কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখেন। আবার অনেকে তাও রাখেন না। ওই পরিবেশে কাজ করতে করতে তাঁদের চেহারাগুলো যা, তা দেখলে তাঁদের প্রকৃত বয়স আন্দাজ করাও মুশকিল। ওরই মধ্যে চলে খাওয়া-দাওয়া। শিশুরাও বেড়ে উঠছে এই বিভীষিকাময় দূষিত পরিবেশের মধ্যেই। অল্প বয়সেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে তারা। স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থাই নেই!

সিলিকোসিস আক্রান্ত শ্রমিক

এসব ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কী? রাজ্যে মেডিক্যাল ইন্সপেক্টর অফ ফ্যাক্টরিজ-এর ৯টি পদের মধ্যে ৮টিই শূন্য। সরকারের দায়িত্ব এবং আন্তরিকতা সম্পর্কে কি এ তথ্যই যথেষ্ট নয়? কাছেপিঠে যে ব্লক হাসপাতালগুলি আছে কার্যত সেখানে চিকিৎসা পরিকাঠামো বলতে বিশেষ কিছু নেই। রোগী রেফার হয়ে যায় ২৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে সিউড়ি সদর আর রামপুরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।

সম্প্রতি এ রাজ্যে সিলিকোসিস রোগীদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের সরকারি নীতি নাকি ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু তার হদিস মেলে না। ফলে সাধারণ রোগীদের মতো সেখানে আবার তাদের রোগ নির্ণীত হয় হাঁপানি বা যক্ষ্মা বলে। সিলিকোসিস বলে নির্ণীত হওয়ার উপায় নেই। একান্ত আলোচনায় ডাক্তাররা ওই সমস্ত রোগীদের সিলিকোসিস রোগ নির্ণয় করার অসহায়তার কথা বলেন। কেন না সিলিকোসিস রোগীদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের দায়িত্ব পড়ে আইনত সরকারের ঘাড়ে। তাই প্রশাসনিক চাপের কাছে তারাও সত্য কথা বলেন না। এও এক মর্মন্তুদ চিত্র! আর এই পাকেচক্রে পড়ে অকালে অনেকেরই জীবনদীপ নিভে যাচ্ছে সকলের অলক্ষ্যে। এটাই এই এলাকার অভিশপ্ত নিয়ম। এই চিত্রই জেলার পাঁচামি, সালবাদরা, বড়পাহাড়ি, লখনামারা, বাহাদুরপুর, জিৎপুর, কল্যাণপুর, গোপালপুর সর্বত্র। এভাবেই অল্প কয়েক বছরের ভেতরে অকালে জীবনদীপ নিভেছে মুরারই ১ নম্বর ব্লকের বনরামপুর গ্রামের বকুল মাল (৩৫), বীরনগর গ্রামের নেপাল মাল (৩৯), মঙ্গল মাল (৩৯), লজেন মাল (৪১), শ্রীরামপুর গ্রামের আদল মাল (৪৫), শুকচাঁদ সেখ (৪২), নুটা সেখ (৩৮), রাজু সেখ (৩১), মানারুল সেখ (৩২), সাদেক সেখ (৫৫), পিরু সেখ (৩৮) সহ এমনই কত শ্রমিক। আবার অসুস্থ অবস্থায় রোজগার হারিয়ে বিনা চিকিৎসায় দিনাতিপাত করতে হচ্ছে ওই গ্রামগুলিরই আকবর সেখ (৩৫), তাসিরুল শেখ (৩৪), বাবর শেখ (৪৬), কার্তিক মাল (৪০), মতিবুর শেখ (৩৬)-দের মতো অসংখ্য শ্রমিককে।

ঠিকমতো অনুসন্ধান করলে অকালমৃত্যু এবং পঙ্গুত্বের আরও ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠবে। টিভি টক শো আর খবরের কাগজে যারা সরকারের প্রশস্তিতে ভরে দেন এই সমস্ত এলাকায় কখনওই তাদের পদার্পণ ঘটেনি। ঘটলে এভাবে বলা সম্ভব হত না। কেন না এতটা অসত্য বলা সে ক্ষেত্রে তাদের পক্ষেও সম্ভব হত না বলেই মনে হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা আর তাদের বাঁচাতে সরকার কী কী করেছে এসব কথা শুনলে ওই এলাকার মানুষ বিদ্রূপের হাসি হাসে, কখনও বা ঘৃণা আর ক্ষোভ প্রকাশ করে মাত্র।

১৯৩২ সালে জোহানেসবার্গ সম্মেলনে এই সিলিকোসিস রোগটিকে ‘পেশাগত রোগ’ হিসাবে অভিহিত করা হয়। আমাদের দেশে ১৯৫১ সালের শ্রম আইনে এই রোগটিকে ‘নোটিফায়েড ডিজিজ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু চিহ্নিত করা আর এই সর্বনাশা রোগকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ় এবং মানবিক পদক্ষেপ নেওয়া ভিন্ন কথা। এই প্রশ্নে কোনও সদর্থক ভূমিকা না কেন্দ্রীয় সরকার, না রাজ্য সরকারগুলি গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, সাবধানবাণীকে কোনও পাত্তা না দিয়েই চলছে পাথর খাদান, বালি খাদান, সিমেন্ট কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (বিশেষত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই), বিভিন্ন খনি, স্টিল কারখানা, তামাকজাত দ্রব্যের কারখানা, বাজি কারখানা, স্পঞ্জ আয়রন কারখানা।

আর এই সব কারখানার কোটি কোটি শ্রমিক নানা ধরনের পেশাগত রোগের শিকার হচ্ছে মারাত্মকভাবে। সারা দেশে কয়েক কোটি মানুষ পেশাজাত রোগের শিকার। দিনে দিনে তারা কাজ-

সম্প্রতি এ রাজ্যে সিলিকোসিস রোগীদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের সরকারি নীতি নাকি ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু তার হদিস মেলে না। ফলে সাধারণ রোগীদের মতো সেখানে আবার তাদের রোগ নির্ণীত হয় হাঁপানি বা যক্ষ্মা বলে। সিলিকোসিস বলে নির্ণীত হওয়ার উপায় নেই। একান্ত আলোচনায় ডাক্তাররা ওই সমস্ত রোগীদের সিলিকোসিস রোগ নির্ণয় করার অসহায়তার কথা বলেন। কেন না সিলিকোসিস রোগীদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের দায়িত্ব পড়ে আইনত সরকারের ঘাড়ে। তাই প্রশাসনিক চাপের কাছে তাঁরাও সত্য কথা বলেন না।

শরীর-স্বাস্থ্য খুইয়ে মৃত্যুর মুখে পড়ছে। জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রই বটে! ভয়ঙ্কর দুর্মূল্যের বাজারে বেঁচে থাকার রসদ জোগাতে এই জীবনের বাইরে যে আর কিছু চাওয়া যায় এটাই তাঁরা এখনও জানেন না। দেড়শো বছর পূর্বে মহান এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণির দুরবস্থা। মর্মস্পর্শী ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। দেখিয়েছিলেন আগামী দিনে অর্থাৎ আজকের সমাজে শ্রমিক শ্রেণির জীবনে পুঁজিবাদী নিষ্পেষণ কী ভয়ঙ্কর চেহারা নিতে যাচ্ছে। চূড়ান্ত মুনাফালোলুপ এই পুঁজিবাদী সমাজের নির্মম শোষণ থেকে মুক্তির পথ ভোট-রাজনীতির মধ্যে নেই। প্রতিকারের পথ আছে শ্রমিকশ্রেণির সঙ্ঘবদ্ধ লড়াইয়ের মধ্যে। কিন্তু আপসকামী ইউনিয়নগুলি এঁদের উপর শান্তির জল ছিটিয়ে বঞ্চনাকে ললাট লিখন হিসাবেই ভাবতে শিখিয়েছে। শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি এঁদের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে জাগরণী চিন্তা।

গ্যাস-তেলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মিছিল হরিয়ানায়

রান্নার গ্যাস এবং পেট্রোপণ্যের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ রোধ, সমস্ত বেকারের চাকরি সহ নানা দাবিতে হরিয়ানার ভিওয়ানিতে ১৯ মে বিক্ষোভ মিছিল করে এস ইউ সি আই (সি)। নেহেরু পার্ক থেকে শুরু হয়ে মিছিল শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসক দপ্তরে শেষ হয়। জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বসিরহাটে জবকার্ড হোল্ডারদের বিক্ষোভ

বসিরহাট ১ ব্লকের গোটরা অঞ্চলের জবকার্ড হোল্ডাররা কাজ করে ৭ মাস হয়ে গেল মজুরি পাননি। প্রতিবাদে তাঁরা এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান এবং ডেপুটেশন দেন। বিডিও বলেন, টাকা না আসায় দেওয়া যাচ্ছে না। তবে অতি দ্রুত টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা না হলে বিডিও ঘেরাও করার কথা সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। নেতৃত্ব দেন আব্দুল কাদের, গোবিন্দ সরকার, গোকুল রায় ও দাউদ গাজি প্রমুখ।

সিউড়িতে কৃষক বিক্ষোভ

শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ১৩ মে সিউড়ি-২ ব্লকে এআইকেকেএমএসের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান চাষিরা। বিডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বাঁকুড়া জেলা জুড়ে অ্যাবেকার ডেপুটেশন

অবিলম্বে বিদ্যুৎ মাশুল ৫০ শতাংশ কমানো, গৃহস্থের ১০০ ইউনিট ও কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, অন্যদের ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ, দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ, গ্রাম-গঞ্জে লোডশেডিং লো-ভেলোটেজ বন্ধ প্রভৃতি ১২ দফা দাবিতে বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর, ওন্দা, সোনামুখী, ইন্দাস, রাধানগর, হিড়বাঁধ, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে অবস্থান ও ডেপুটেশন হয়। এ ছাড়াও গ্রাহক পরিষেবার অবনতি, বিষ্ণুপুর ডিভিশনের রাধানগরে সবজি মাঠে পড়ে থাকা পোল তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্যামলী বাউরি নামে এক মহিলা কৃষিশ্রমিক মারা যান। পাত্রসায়রে বেলুট গ্রামে বাপী হাজরা নামে কৃষিশ্রমিক পড়ে থাকা লাইনের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। জেলা নেতৃবৃন্দ মৃত পরিবারের বাড়িতে যান।

ডেপুটেশনে পরিবারের লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। মৃতদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়। ডেপুটেশন পরিচালনা করেন অমিয় গোস্বামী, তারাপদ গরাই গোবিন্দ ঘোষ, শেখ রমজান, স্বপন নাগ প্রমুখ।

হাওড়ায় রামমোহন স্মরণ

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়ের ২৫০তম জন্মদিবস উপলক্ষে এআইডিওয়াইও-র হাওড়া সদর পরিচালন কমিটির উদ্যোগে ২২ মে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। এলাকার ছাত্র-যুবরা উৎসাহের সাথে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিল্পী অরূপ মণ্ডল। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির কাউন্সিল সদস্য কমরেড রামকৃষ্ণ ঘোষ। বক্তব্য রাখেন কমিটির আহ্বায়ক পদ্মলোচন সাহু। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কমরেড রঞ্জন রায়।

মুর্শিদাবাদে সাংস্কৃতিক কর্মশালা

মুর্শিদাবাদ জেলার শিল্পানুরাগী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ২২ মে এআইডিএসও-র উদ্যোগে একটি সাংস্কৃতিক কর্মশালা আয়োজিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ৫০ জন ছাত্রছাত্রী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। গান, আবৃত্তি, নৃত্য ও নাটক নিয়ে সমগ্র কর্মশালায় প্রশিক্ষণ ও চর্চা হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনুপম পানি, কমরেড সুরজিৎ সামন্ত এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করার প্রতিবাদ

একের পাতার পর

বাংলায় নবজাগরণের সময়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষার গৌরবময় ঐতিহ্যকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিল। এর দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে দলবাজি আরও নগ্নরূপে ঘটবে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য, রাজ্যপাল নয়, মুখ্যমন্ত্রীও নয়, আচার্যপদে আসীন হবেন শিক্ষাবিদ। স্বাধীনতার পর থেকেই কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে আচার্য হিসাবে নিয়োগ করে গণতান্ত্রিক শিক্ষার উপর আক্রমণ করেছে। পশ্চিমবাংলায় নিজেদের দলের বশংবদদের উপাচার্য পদে নিয়োগ আগের জমানা থেকেই চলছিল। বিজেপি সারা দেশে এখন তাই করছে। সঙ্গে ঘটাচ্ছে ইতিহাসের বিকৃতি ও গেরুয়াকরণ। আমরা অবিলম্বে রাজ্য মন্ত্রীসভার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। সাথে সাথে শিক্ষায় দলবাজির এই অপচেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে শিক্ষক ছাত্র শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী জনসাধারণকে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।'

আচার্য পদে শিক্ষাবিদ, ক্লাসরুমভিত্তিক শিক্ষার দাবিতে এবং জাতীয় শিক্ষানীতি '২০-র প্রতিবাদে

১ জুন ছাত্রবিক্ষোভ এআইডিএসও-র

এ রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন সেমেস্টার পরীক্ষা অনলাইনে নাকি অফলাইনে নেওয়া দরকার তা নিয়ে এখন বিতর্ক ও বিভ্রান্তি চরমে। ক্লাসরুম পঠনপাঠন বারবার ব্যাহত হওয়ায় বহু ক্ষেত্রেই সিলেবাস আশানুরূপ ভাবে এগোয়নি। তাই ছাত্রছাত্রীদের একাংশ অনলাইন পরীক্ষা চাইছে। আবার এ কথাও সত্য, সীমাবদ্ধ পরিকাঠামোয় অনলাইন পাঠ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে একজন ছাত্রের যথাযথ মূল্যায়ন অসম্ভব। কেন্দ্র-রাজ্য দুই সরকারই চায় অনলাইনে শিক্ষা। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার দরুন যে কোনও অজুহাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে অনলাইনে পঠন পাঠন চালিয়ে যাওয়ার নীতিই ছাত্রসমাজের একাংশকে অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে সোচ্চার হতে বাধ্য করল। ৩০ মে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, এআইডিএসও প্রথম থেকেই বলে আসছে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের দিক থেকে দেখলে অনলাইন ব্যবস্থা ক্লাসরুম পঠন-পাঠন পরীক্ষা ব্যবস্থার কোনও বিকল্প হতে পারে না। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও দৃঢ়তার সঙ্গে অফলাইন পরীক্ষার কথা বলেছেন। আমরা মনে করি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সিলেবাস খানিকটা কমিয়ে অফলাইন পরীক্ষার কথাই বিবেচনা করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, এসএসসি নিয়ে ভয়াবহ দুর্নীতির যে চিত্র ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে তার দায় রাজ্য সরকার কোনও ভাবেই এড়িয়ে যেতে পারে না। এসএসসি দুর্নীতিতে যুক্ত মন্ত্রী, আমলা, সরকারি কর্তা এবং এর সাথে যুক্ত সব ব্যক্তিদের অবিলম্বে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। মেধা তালিকাভুক্তদের স্বচ্ছভাবে অতি দ্রুত নিয়োগ করতে হবে। এই দাবিতে আমাদের আন্দোলনে পুলিশের আক্রমণের আমরা তীব্র নিন্দা করছি। তদন্ত প্রক্রিয়াকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি ও মেধাতালিকা অনুযায়ী শূন্যপদে নিয়োগের দাবি জানাচ্ছি।

তৃতীয়ত, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রীকে বসানোর যে সিদ্ধান্ত সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রীসভা গ্রহণ করেছে তার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। আচার্য পদটি সম্পূর্ণ শিক্ষা সংক্রান্ত পদ এবং এতদিন সেই পদে রাজ্যপালের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিকে রাখা যুক্তিসঙ্গত ছিল না। আমরা বরাবরই তার বিরোধিতা করেছি। রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরোধকে ভিত্তি করে মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করার এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, যা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পরিপন্থী। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার তথা শাসক দলের দলতন্ত্র চূড়ান্তভাবে কায়েম হবে, শিক্ষার স্বাধিকারের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট থাকবে না। কাজেই একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরই আচার্য হওয়া উচিত।

চতুর্থত, গরম আবহাওয়াকে অজুহাত করে রাজ্য সরকার স্কুলে-কলেজে দীর্ঘ ৪৫ দিন ছুটি ঘোষণা করেছে। কিন্তু আবহাওয়া স্বাভাবিক হওয়ার পরেও বিভিন্ন স্তরের ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের দাবি মেনে সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার পক্ষে কোনও রকম ঘোষণা করছে না। আসলে এর মধ্য দিয়ে সরকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা যতদূর সম্ভব বন্ধ করে পুঁজিপতি, ব্যবসায়ীদের মুনাফার লক্ষ্যে অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে চাইছে।

পঞ্চমত, শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়ে গরিব মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে শিক্ষার শেষ সুযোগটিকে কেড়ে নেওয়ার নীল নক্সা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০, যা কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে নানা ভাবে সমগ্র দেশে চালু করতে বদ্ধপরিকর। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার তার বিরোধিতা না করে রাজ্যে চালু করতে খুবই তৎপর। পিপিপি মডেলের মধ্য দিয়ে স্কুল বিক্রির চক্রান্ত, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব মতো স্কুল শিক্ষার সিলেবাস পরিবর্তন সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা সম্পর্কিত এই সব ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে ১ জুন রাজ্যব্যাপী ছাত্র বিক্ষোভে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

আশাকর্মীদের বিক্ষোভ বাঙ্গালোরে

সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি সহ নানা দাবিতে ১৭ মে বাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কে আশাকর্মীদের বিশাল সভায় বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কর্ণাটক রাজ্য সংযুক্ত আশাকর্মী সংঘ-এর রাজ্য সম্পাদক ডি নাগালক্ষ্মী, রাজ্য সভাপতি কে সোমশেখর। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সভাপতি কে রাধাকৃষ্ণ। এ ছাড়া এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কে উমা বক্তব্য রাখেন।

জেলায় জেলায় কৃষক সম্মেলন

ধান-পাট-আলু সহ সমস্ত ফসলে এমএসপি-কে আইনসঙ্গত করা, খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু, সার-বীজের মূল্যবৃদ্ধি ও কালোবাজারি বন্ধ, কৃষকদের জন্য সস্তায় ডিজেল-বিদ্যুৎ ও কীটনাশক সরবরাহ, কৃষি ঋণ মকুব, খেতমজুরদের ন্যূনতম ৪০০ টাকা মজুরি ও বছরে ২০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, সুন্দরবন এলাকায় কংক্রিটের নদী বাঁধ নির্মাণ সহ বিভিন্ন দাবিতে কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য জুড়ে নানা জেলায়।

ডায়মন্ডহারবারে সমাবেশের একাংশ।

(ডানদিকে) বক্তব্য রাখছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ

ডায়মন্ডহারবার ঃ ১৮ মে এআইকেকেএমএস-এর ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার প্রথম সম্মেলন হয় মথুরাপুর-২ নং ব্লকের রাধাকান্তপুর অঞ্চলে আটেশ্বরতলা স্কুল মাঠে (শহিদ মাধাই হালদার নগর)। প্রায় পাঁচ শতাধিক কৃষক এই সমাবেশে উপস্থিত হন। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ কৃষকদের জীবনের বর্তমান সমস্যাগুলি সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন কৃষক নেতা কমরেড গুণসিন্ধু হালদার। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রেণুপদ হালদার, উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস এবং এস ইউ সি আই (সি) বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডু।

বসিরহাট ঃ ১৬ মে বসিরহাট ব্লকে এআইকেকেএমএস সম্মেলনে সমবেত হন বহু কৃষক। সভায় তাঁরা কৃষকজীবনের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। আব্দুর কাদের মোল্লাকে সভাপতি ও গোবিন্দ সরকারকে সম্পাদক করে ব্লকে সংগঠনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

বসিরহাটে সভা

হুগলি ঃ ২২ মে সিঙ্গুর ক্লাব হলে এআইকেকেএমএস-এর প্রথম হুগলি জেলা সম্মেলন হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড শঙ্কর ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস, এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত, জেলা সম্পাদক কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মহাদেব কোলেকে সভাপতি এবং বিশ্বনাথ ঘোষকে সম্পাদক করে ৩৫ জনের শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

হুগলির সিঙ্গুরে সম্মেলন

মধ্যপ্রদেশে বিদ্যুৎদপ্তর অভিযান গ্রাহকদের

মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের কল্যাণে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা তীব্র গরমের মধ্যে ভয়াবহ দুর্গতির শিকার। কোনও নোটিশ না দিয়েই যথেচ্ছ লোডশেডিং সে রাজ্যে একটা স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ বিদ্যুতের দাম বেড়েই চলেছে। এর বিরুদ্ধে 'মধ্যপ্রদেশ বিজলি উপভোক্তা ফোরাম'-এর ডাকে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা ২৪ মে গুনা শহরে বিদ্যুৎদপ্তরের গেটে প্রবল বিক্ষোভ দেখান। গ্রাহক ফোরামের নেতা মনীশ শ্রীবাস্তব বলেন, সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে হাজার টাকা বিল আসায় কোনও ঘাটতি নেই অথচ শহর জুড়ে যখন তখন দীর্ঘ সময় লোডশেডিং করছে বিদ্যুৎ কোম্পানি। সরকার বিদ্যুতের সমস্ত কাজকে ক্রমাগত আউটসোর্সিং করতে করতে পুরো ব্যবস্থাটাই বেসরকারি মালিকদের হাতে বেচে দিতে চাইছে।

বিক্ষোভে গ্রাহকদের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়নের নেতা নরেন্দ্র ভদোরিয়া। তিনি বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে বিদ্যুৎগ্রাহক ও কর্মীদের একত্রিত হতে আহ্বান করেন। সভা পরিচালনা করেন গ্রাহক ফোরামের নেত্রী সঙ্গীতা আর বি।

ঘাটশিলায় কিশোর শিক্ষাশিবির

১৬-১৮ মে কিশোর কমিউনিস্ট সংগঠন কমসোমলের রাজ্য শিক্ষাশিবির ঘাটশিলার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল। ২৭৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

রক্তপতাকা উত্তোলন ও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের মূর্তিতে নেতৃবৃন্দের মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় শিবির। প্রথম দিন বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে অংশ নেয়।

দ্বিতীয় দিন ২৩টি জেলার সাংগঠনিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়। রাজ্য সংগঠনের সামগ্রিক বিস্তার ও অভূতপূর্ব সম্ভাবনার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য ইনচার্জ কমরেড সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী। তারই ভিত্তিতে সংগঠনের আদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়া ও নিজেদের যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার সংগ্রামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত ও কমরেড অনুরূপা দাস। কমসোমল সদস্যদের নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। বর্তমানে কিশোর-কিশোরী সহ সাধারণ মানুষের জীবনের মূল সমস্যা ও তা দূর করতে করণীয় কর্তব্যগুলি নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও তিনটি অধিবেশনের আলোচনাই কিশোর-কিশোরীরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। মহান মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোয় কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের দুরন্ত কৈশোর চাই, যাদের আচার-আচরণ হবে আদর্শের সুতোতে বাঁধা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা হবে প্রতিবাদী, যাদের জীবনযাপন হবে সুন্দর ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে শিবির শেষ হয়। এই শিবির কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নতুন জীবনবোধের সঞ্চার ঘটায়।

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্র্যাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন

২৮ মে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্র্যাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে। রাজ্যের সব জেলা থেকে প্রায় দেড়শো জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন সংগঠনের সভাপতি কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস এবং তার ওপর ১৬ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। তিনি কন্ট্রাক্ট কর্মীদের দিয়ে স্থায়ী কাজ করানোর বিরোধিতা করেন এবং অবিলম্বে কন্ট্র্যাক্ট কর্মীদের স্থায়ীকরণের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ে বেতন, পিএফ, ইএসআই-এর টাকা সঠিক সময়ে জমা করা, ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের যাবতীয় পরিকল্পনা বাতিল, ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ আদায়ে কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, স্থায়ী কাজে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ, ছাঁটাই বন্ধ করা, চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত সব অস্থায়ী কর্মীকে স্থায়ী করা, সমকাজে সমবেতন, ব্যাঙ্কে জমা টাকার উপর সুদ না কমানো এবং পরিষেবা শুল্কের ক্ষেত্র ও পরিমাণ না বাড়ানো প্রভৃতি দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। শেষে জগন্নাথ রায়মণ্ডলকে সভাপতি এবং গৌরীশঙ্কর দাসকে সম্পাদক করে ৪৭ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

পাঠকের মতামত

কী শিখবে ছাত্ররা!

ছোটবেলায় দেখেছি, পেটের দায়ে কেউ ছাগল বা গোরু চুরি করে ধরা পড়লে গ্রামবাসীরা তার মাথা ন্যাড়া করে গালে চুনকালি মাখিয়ে গলায় জুতার মালা ঝুলিয়ে গোটা গ্রাম ঘোরাত। সবাই ছি ছি করত। আমরা ছোটরা বুঝতাম চুরি করা খারাপ, ভীষণ লজ্জারও। স্কুলে গেলে মাস্টারমশাইরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ থেকে পড়াতেন— 'চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, চোর বলিয়া তাহাকে সকলে ঘৃণা করে। চোরকে কেহ কখনও প্রত্যয় করে না।'

ভাবি, এখনকার ছেলেমেয়েদের বর্ণপরিচয়ের এই কথাগুলো পড়ালে পাল্টা প্রশ্ন করবে না তো! সে সব প্রশ্নকে অযৌক্তিক বলে উড়িয়েও তো দেওয়া যাবে না! কারণ মানুষ যা দেখে তাই শেখে। এই কচি মনগুলো টিভি খুললে এখন কী দেখে? দেখে, দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই জেরার পর মন্ত্রী বাড়িতে ফিরলে অনুগামী জনতা উল্লাসে মেতে ওঠে, ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করে। তারা দেখে, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর মেয়ে দুর্নীতির চাকরি করে। নেতা-মন্ত্রীদের কুবাক্যে টেলিভিশন গমগম করে। দেখে, নীতি-আদর্শের তোয়াক্কা না করে যা খুশি তাই করে চলেছে সরকারের হর্তাকর্তারা। নির্লজ্জতা তাদের কাছে যেন গর্বের বিষয়! তারা ভাবে, শখের দায়ে টাকার নেশায় চোর বনে যাওয়া নেতা-মন্ত্রীদের শাস্তি হচ্ছে কই?

মনে প্রশ্ন আসে, ছোটরা তা হলে কী শিখবে? বইয়ের পাতার নীতি-আদর্শের কথাগুলো তাদের ভুল বলে মনে হবে না তো? নেতা-মন্ত্রীরা প্রভাবশালী। তাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণের নানা দিক তো ছোটদের দেখে শেখার কথা। ভালোটা না দেখলে তারা খারাপটাই শিখবে। এই অবস্থায় স্কুলে গিয়ে আমরা শিক্ষকরা যখন নীতি-আদর্শের কথা বলব, উচিত-অনুচিতের বোধ গড়ে দেওয়ার চেষ্টা করব, ছাত্ররা তখন আড়ালে মুখ টিপে হাসবে না তো?

মনে মনে আতঙ্কিত হই আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ ভেবে। এ কোন সমাজ-সংস্কৃতি তাদের উপহার দিচ্ছি আমরা! আমরা কি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভুল প্রমাণ করেই ছাড়ব! ছোটরা তো জানছে, চোরদের আজ আর কেউ ঘৃণা করে না। ক্ষমতাশালীরা চুরি করে ধরা পড়লেও তাদের ফুলের মালায় বরণ করা হয়। তাদেরই আবার ভোট দিয়ে মন্ত্রী বানানো হয়। 'একসময় দুর্নীতিবাজেরা দুর্নীতি করে উল্লাস করবে, মূর্খরা মূর্খতার জন্য উল্লাস করবে'— সক্রেটিসের এই কথাটাই কি তাহলে সত্যি হবে!

না, সন্তানদের জন্য এই পঙ্কিল সমাজ আমরা চাই না। এর জন্য সচেতন হতে হবে অভিভাবকদেরই। ভালো-মন্দের পার্থক্য বোঝাতে হবে শিশুদের। শেখাতে হবে, চোরকে নয়, ফুলের মালায় বরণ করতে হয় মনীষীদের।

আব্দুল জলিল সরকার
হলদিবাড়ি, কোচবিহার

আসামে কার্যত পুলিশ রাজ

একের পাতার পর

করতে পারে—এটা বিচারকের কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছে। পুরো ঘটনাকে ভুয়ো উল্লেখ করে তিনি পুলিশের কিছু কুকীর্তি তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'পুলিশ তাদের হেফাজতে থাকা অভিযুক্তকে কীভাবে চাপ দিয়ে দোষ স্বীকার করায় তা জানা আছে', তিনি আরও বলেছেন, অভিযুক্তকে নিয়ে পুলিশের মধ্যরাতে বেরোনো ও পরে অভিযুক্তকে গুলি করে মারা বা জখম করা এখন অসমে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।" গভীর উদ্বেগে বলেছেন, এখনই এর রাশ টানা দরকার। এ জন্য তিনি কিছু সুপারিশ করেছেন। বলেছেন, গুয়াহাটি হাইকোর্ট বিষয়টিকে জনস্বার্থ মামলা হিসাবে বিচার করে পুলিশকে বিভিন্ন সংস্কারের কথা বলুক। যেমন অভিযুক্তকে ধরতে যাওয়া বা তাকে নিয়ে সফর করার সময় পুলিশের গায়ে বডি ক্যামেরা ও গাড়িতে সিসি ক্যামেরা লাগানো হোক। একইভাবে সিসি ক্যামেরা লাগানো হোক সব থানায়।

এই সংস্কার হলে অবশ্যই পুলিশ কিছুটা সংযত হবে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। পুলিশকে দলদাসের মতো ব্যবহার করে তাদের দিয়ে শাসক দল যে হীন কাজ করায় তা বন্ধ করতে হলে এবং নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে দিতে হলে গণআন্দোলনের প্রবাহ সৃষ্টি করতে হবে। মানুষ যদি অধিকারবোধে সচেতন হয়, অধিকার হরণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়, অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনে রাজপথে নামে, সরকারের প্রতিটি কাজ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অর্থে ভাল না মন্দ তাঁর ভিত্তিতে বিচার করে জনমত ব্যক্ত করে, তা হলে যে সচেতন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হবে, সেটাই এই ধরনের ফ্যাসিস্টরাজ কায়েমের বিরুদ্ধে কার্যকরী শক্তিতে পরিণত হবে।

গুজরাটের অভিযান ম্যাগাজিনের সংবাদিক জিগনেশ যেহেতু বিজেপির বিরুদ্ধে ভূমিকা নিয়েছেন, তাই তাঁকে হেনস্থা করতে বিজেপির এই ঘৃণ্য ভূমিকা। এর বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর আঘাত এলে প্রতিবাদী কণ্ঠ যে সোচ্চার হচ্ছে, এটাই আজ অত্যন্ত আশার কথা।

কয়লা সঙ্কট কৃত্রিম

একের পাতার পর

বিদ্যুৎদপ্তর দোষ দিচ্ছে রেলদপ্তরকে। বলছে, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে কয়লা পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় 'রেক' (পূর্ণ দৈর্ঘ্যের মালগাড়ি) সরবরাহ করতে পারছে না রেল-কর্তৃপক্ষ।

সিইএ-র তথ্য অনুযায়ী তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে কয়লা পৌঁছতে সারা ভারতে প্রতিদিন ৪৭৩টি রেক প্রয়োজন। কিন্তু চলতি বছরের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ছিল ৩৭৯টি রেক। পরে তা বেড়ে হয়েছে ৪১২টি, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। কেন রেল প্রয়োজনীয় রেক দিল না ? কেন রেল, কয়লা এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হলেন না? এই ঘটনাগুলি কি নিছক কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের জন্য ঘটছে, না অন্য কোনও গভীর কারণ রয়েছে এর পিছনে?

এই সংকট মোকাবিলায় কোল ইন্ডিয়ার খনি এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর অধীনে থাকা খনিগুলি থেকে উৎপাদন বাড়াতে বলাটাই ছিল সমস্যা সমাধানের সহজ উপায়। অথচ ২৮ এপ্রিল কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ দপ্তর সরকারি বেসরকারি সমস্ত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি করার আদেশ জারি করেছে। যে ভারত ২০১৬-১৭ পর্যন্ত কয়লা রপ্তানি করত, তাদের কেন বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি করতে হচ্ছে? যখন আন্তর্জাতিক বাজারে কয়লার দাম বাড়ছে তখন কয়লা আমদানির উপর নির্ভরতা কাদের স্বার্থে?

সরকারি আদেশনামায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে তার প্রয়োজনের ১০ শতাংশ কয়লা বিদেশ থেকে আমদানি করতেই হবে। আরও বলা হয়েছে, আমদানিকৃত কয়লার ৫০ শতাংশ ৩০ জুনের মধ্যে এবং ৪০ শতাংশ ৩১ আগস্টের মধ্যে এবং বাকি ১০ শতাংশ আমদানি করতে হবে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে। এই কয়লা বিদেশ থেকে ভারতে রপ্তানি করবে আদানি গোষ্ঠী সহ বৃহৎ পুঁজিপতিরা, যারা বিদেশে বহু কয়লা খনির মালিক। তারা এর থেকে বিপুল মুনাফা লুটবে। এ জন্যই দেশের বাজারে কয়লার কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে 'আত্মনির্ভরতা'-র বুকে ছুরি মেরেছে বিজেপি সরকার।

বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি করার জন্য তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর উপর ব্যাপক আর্থিক চাপ বাড়বে। প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ চাপবে দেশের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর উপর। এই বিপুল বাড়তি টাকার দায়িত্ব বহন করবে কে? অবশ্যই বিদ্যুৎগ্রাহকদের বলির পাঁঠা বানিয়ে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে এই টাকা আদায় করা হবে।

প্রশ্ন হল বিদেশ থেকে আমদানিকৃত কয়লাই যদি সমস্যার সমাধান হবে, তা হলে কেন গুজরাতের মুন্দ্রাতে আমদানি করা কয়লার উপর নির্ভরশীল আদানির ৪৬০০ মেগাওয়াট এবং টাটার ৪০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো এই সংকটের সময় তাদের উৎপাদন ক্ষমতার চাইতে অনেক কম উৎপাদন করছে? কেন কেন্দ্রীয় সরকার এই সব পুঁজিপতিদের বাধ্য করছে না পূর্ণ ক্ষমতায় উৎপাদন করতে? এই বৃহৎ পুঁজিপতিরা বিদেশে নিজেদের খনি থেকে আমদানিকৃত কয়লার দাম সরকারের মদতে 'ওভার ইনভয়েসিং'-এর মাধ্যমে বেশি করে দেখিয়ে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলিকে বাড়তি দামে বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য করে কৃত্রিম ভাবে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। এটা আমাদের কথা নয়, ভারত সরকারের ডাইরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স-এর রিপোর্টের ছত্রে ছত্রে এই কারচুপি উল্লেখিত হয়েছে। এবার মোদি সরকার দেশের অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতেও কয়লা রপ্তানির অধিকার দিয়ে এই বৃহৎ মালিকদের লুটের রাস্তা প্রশস্ত করল। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির জন্য ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে দায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন কোম্পানিগুলির মাঝের কারচুপিপূর্ণ পাওয়ার পার্চেজিং এগ্রিমেন্ট (পিপিএ)।

দেশের অভ্যন্তরে কয়লার কোনও অভাব নেই। কয়লার এই সংকট কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটানোর জন্য। এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া কোনও দলই সরকারের এই ষড়যন্ত্রের স্বরূপ জনসমক্ষে ফাঁস করেনি। জনগণের কাছে এস ইউ সি আই (সি)-র আবেদন, এর বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ গ্রাহক কমিটি গড়ে তুলে আন্দোলনে সোচ্চার হোন। দাবি তুলুন—

১) বিদ্যুৎকে মুনাফার পণ্য করা চলবে না,
২) কয়লার কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করা চলবে না,
৩) দেশীয় খনি থেকে কয়লা উত্তোলনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে,
৪) পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে বিদেশ থেকে অপ্রয়োজনীয় কয়লা আমদানি করার সরকারি আদেশনামা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে,
৫) যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা না কমিয়ে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে কয়লা মজুত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় রেক সরবরাহের ব্যবস্থা ভারতীয় রেলকে সুনিশ্চিত করতে হবে,
৬) কয়লা খনি অঞ্চলে অবস্থিত তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখতে হবে।

সরকারি অপদার্থতা ঢাকতে মধ্যপ্রদেশে গণপিটুনিতে হত্যায় মদত বিজেপির

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল ২৩ মে এক বিবৃতিতে বলেন, রাজ্যের নীমচ এলাকায় বিজেপি নেতা-কর্মীরা যেভাবে সাম্প্রদায়িক গুজব ছড়িয়ে এক বৃদ্ধ মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করেছে তাকে ধিক্কার জানাতে কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়। রাজ্যের বিজেপি সরকার জনজীবনের কোনও একটি সমস্যারও সমাধানে চূড়ান্ত ব্যর্থ। সে কারণে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে তারা নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে তার মধ্যে মানুষকে ফাঁসিয়ে দিতে চাইছে।

সাধারণ মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে জনজীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে লড়তে না পারে তার জন্য জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করে রাখতে ও তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে হীন ছক কষছে বিজেপি ও সংঘপরিবার। তিনি সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির কথা যেন সরকারগুলি জানেই না

নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'এক পো দুধ' গল্পে চার আনা দামের এক পো দুধকে ঘিরে বিনোদ-লতিকার ছোট্ট নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের জীবন-যন্ত্রণা আর মূল্যবোধের ছবি এঁকেছিলেন সেই ১৯৫২ সালে। স্বাধীন ভারতের বয়স বেড়েছে আরও সত্তর বছর। অথচ ধনধান্যপুষ্পে ভরা এই দেশে বিনোদ-লতিকাদের সংসারের অবস্থা আজ আরও মর্মান্তিক। সেদিনের সত্তর-পঁচাত্তর টাকা মাইনের কেরানি বিনোদ আজ যদি কুড়িয়ে বাড়িয়ে হাজার দশ-পনেরোও হাতে পায়, স্বাস্থ্যসম্মত পুষ্টিকর খাবার তো দুরের কথা, রোজের ওই ভাত-রুটি-ডাল-চচ্চড়িটুকু জোটাতেই নাভিশ্বাস তাদের। চাল ডাল তেল আলু পেঁয়াজ টমেটো লঙ্কা থেকে এমন কোনও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস নেই, গত তিন চার বছরে যার দাম অবিশ্বাস্য হারে বাড়েনি। ভোজ্য তেলের দাম গত সাত-আট মাসে লিটার প্রতি দুশো ছুঁয়েছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি যখন 'গণতন্ত্রের মন্দির' পার্লামেন্টে মাথা ঠেকিয়ে ক্ষমতার মসনদে বসছেন, তখন থেকে আজ পর্যন্ত ন বছরের মোদি জমানায় রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের মতো একটি অপরিহার্য জিনিসের দাম ৪১০ টাকা থেকে বেড়ে ১০০০ ছাড়িয়েছে। গরিব মানুষ যে গ্যাস ছেড়ে কেরোসিনে ফিরবেন, তার দামও গত দু বছরে প্রতি লিটার প্রায় পাঁচগুণ বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে সাড়ে বিরাশি টাকা।

জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সমস্ত জিনিসের দাম যখন ক্রমাগত এমন ঊর্ধ্বমুখী, তখন আয়ের সূচক হাঁটছে উল্টোপথে। খোদ প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, কাজ আছে এমন মানুষের পনের শতাংশ মাসে পাঁচ হাজার টাকারও কম আয় করেন। 'ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি রিপোর্ট ২০২২'-এর তথ্য অনুযায়ী, দারিদ্র এবং বৈষম্যের নিরিখে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা দেশগুলোর মধ্যেও ভারতের স্থান প্রথম দিকে, যেখানে ২০২১-এর মোট জাতীয় আয়ের ৫৭ শতাংশ এবং ২২ শতাংশ আছে যথাক্রমে ১ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ লোকের হাতে। আর নিচের তলার ৫০ শতাংশ মানুষের কপালে জুটেছে এই আয়ের মাত্র ১৩ শতাংশ। গত দু-বছরের অতিমারির ধাক্কায় অসংখ্য মানুষ কাজ হারিয়েছেন, বহু মানুষের রোজগার কমে গেছে, কত পরিবারের একমাত্র রোজগেরে মানুষটিকে কেড়ে নিয়েছে করোনার থাবা। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেব বলছে, ২০২১-এ বিশ্বে নতুন করে দরিদ্র হয়েছেন অন্তত আট কোটি মানুষ। বাস্তবে এ সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

অশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, জ্বালানি বিদ্যুতের মূল্য বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। তৈলবীজ, খাদ্যপণ্য কোনওটাই বাদ নেই। সরকারি হাসপাতালে অপ্রতুল বেড, অসুস্থ রোগী নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়ানো, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে দুর্নীতি, বেসরকারি হাসপাতালের বিপুল খরচ তো ছিলই, তার ওপর জ্বলন্ত কড়াই থেকে উনুনে ছুড়ে দেওয়ার মতো করে ৮০০টি অতি প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যের ওষুধের তালিকা থেকে ২৮৩টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ বাদ দিয়ে দিয়েছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। গত বছরে প্রকাশিত পঞ্চম জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা বলেছিল, অর্ধেকের বেশি মহিলা রক্তাল্পতায় ভুগছেন, তিন জনের মধ্যে একজন শিশু অপুষ্টির শিকার। এ বছরের চিত্র নিশ্চিতভাবেই আরও ভয়াবহ হবে।

অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির আঁচে যখন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোই জেরবার, সেখানে দেশের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষ, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, গরিব চাষি মজুর কী ভাবে বেঁচে আছেন, তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। পথেঘাটে বাসে ট্রেনে পাড়ার মোড়ে বাজারে চা দোকানে সর্বত্র দেখা যায় অজস্র শীর্ণ বিধ্বস্ত মুখ, দুশ্চিন্তায় ঘুম না আসা কোটরে ঢোকা চোখ, অসময়ের বলিরেখায় কুঁচকে যাওয়া কপাল। কান পাতলে শোনা যায় বুকের গভীর থেকে উঠে আসা যন্ত্রণার দীর্ঘশ্বাস। যে মানুষটা বাড়িটা সারাবে বলে একটু একটু করে টাকা জমাচ্ছিল, তাঁর সমস্ত সঞ্চয় চলে গেছে স্ত্রীর চিকিৎসায়। উদয়াস্ত পরিশ্রমের উপার্জনে যে গৃহ-পরিচারিকা মহিলা, অসুস্থ স্বামী আর সন্তানের পাতে এক টুকরো মাছ দিতেন, দিনরাত এক করে খেটেও তাঁর ডাল ভাত খেয়ে দিন চালানোর টাকা উঠছে না। মেয়ে মাধ্যমিক পাশ করলে যে বাবা একটা কম্পিউটার কিনে দেবেন কথা দিয়েছিলেন, তাঁর কারখানা বন্ধ আজ তিন মাস। যে লোকটার আগে দু বেলা আমিষ না হলে চলত না, এখন যাতায়াতের অটো ভাড়া বাঁচিয়ে সপ্তাহে তিনদিন ডাল-ভাত-তরকারি খেয়েও ছেলের কোচিং-এর ফি দু'মাস বাকি পড়ে যায় তাঁর।

মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে। বিক্রি না হওয়া পণ্য বাজারে পড়ে থাকে, বড় বড় আড়তদারের গুদামে জমে শাকসব্জি খাদ্যশস্য। লোকসান ঠেকাতে বড় বড় কোম্পানিগুলো উৎপাদন কমায়, অনায়াসে ছেঁটে ফেলে বাড়তি হয়ে যাওয়া লোকগুলোকেও। কারখানার গেটে তালা পড়ে, রাতারাতি অচল হয়ে যাওয়া কর্মক্ষম হাতগুলো রাতে শুতে যায় পেটে খিদে নিয়ে।

অথচ এই রাজ্যে, এই দেশে সরকার বলে একটা জিনিস আছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের ভাষায়— জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার, জনগণের সরকার। প্রত্যেক ভোটে বড় বড় দলের নেতা-মন্ত্রীরা এই জনগণের কাছে আসেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাস্তাঘাট ঢেকে ফেলেন উন্নয়ন আর জনসেবার চকচকে আশ্বাসে, গায়ের জোর টাকার থলি আর বাজারি মিডিয়ার আনুকূল্যে ক্ষমতায় তারা আসেনও। অথচ প্রতি ভোটের পরে নতুন করে দারিদ্রের ফাঁস চেপে বসে সাধারণ মানুষের গলায়। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বাবা-মা বেচে দেন সন্তানকে, কেউ সপরিবারে মৃত্যুর পথ বেছে নেন। নারী-পাচার, শিশু-পাচার বাড়ে, বাড়ে বেকারত্ব, শিশু অপুষ্টি, ক্ষুধা। উন্নয়ন বা আচ্ছে দিন কি তা হলে কারও জীবনে আসে না? নিশ্চয়ই আসে। ক্ষমতায় যেই আসুক, সাধারণ মানুষের জীবনের কোনও সমস্যার সুরাহা হোক বা না হোক, বড় বড় শিল্পমালিক পুঁজিপতি ধনকুবেরদের মুনাফার পাহাড় উঁচু হয়েই চলেছে।

কি কেন্দ্র কি রাজ্য কোনও সরকারের নেতা মন্ত্রীরা এই ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে একটি শব্দও খরচ করছেন না। অসাধু ব্যবসায়ী মজুতদারদের গ্রেপ্তার করা, আপৎকালীন তৎপরতায় টাস্ক ফোর্স নামিয়ে খোলা বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করা, চাষিদের থেকে সরাসরি ন্যায্য দামে জিনিস কিনে তা সুলভে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মজুতদারি রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার মতো একটিও পদক্ষেপ নেওয়ার কথা তারা ভাবছেন না। খাদ্য, কৃষিপণ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যের পুর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ছাড়া যে মূল্যবৃদ্ধি রোখা সম্ভব নয়, এ কথা সরকারি কর্তারা জানেন না তা নয়। কিন্তু তা করতে গেলে কোপ পড়বে একচেটিয়া মালিকদের অতি মুনাফায়। তাদের সেবাদাস কোনও সরকারি দলই এই কাজ করে মালিক শ্রেণির চক্ষুশূল হতে চায় না।

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কঠোর সমালোচনার মুখে পড়লেই তারা আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের দোহাই দেন এবং কিছু মানুষ এই প্রচারে বিভ্রান্তও হন। তথ্য বলছে, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির কোপ প্রতিবার সাধারণ মানুষের ওপর এসে পড়লেও, বিশ্বের বাজারে তেলের দাম যখন কমে তার কোনও সুবিধাই মানুষের কাছে পৌঁছায় না। তখন সরকার ট্যাক্স আরও বাড়িয়ে দেয়। পরিবহণ খরচ কমিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোর কথা তাদের মনে থাকে না। কারণ, মুখে যতই জনদরদের ফুলঝুরি ছোটাক, বাস্তবে মানুষের প্রতি এইসব ভোটবাজ দলের বিন্দুমাত্র দায়বদ্ধতা নেই। দেশের মানুষের শ্রম লুটে মুনাফার পাহাড় বানানো অবাধে চালিয়ে যেতে পুঁজিপতিরা এইসব দলের পিছনে লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে এদের ক্ষমতায় বসায়। এই দলগুলোও সাধারণ মানুষের সেবার ভেক ধরে বাস্তবে দেশের বুকে পুঁজির শাসনকে সংহত করতেই সাহায্য করে। অন্য দিকে জীবনের মূল সমস্যাগুলো থেকে, রুজিরুটির লড়াই থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দিতে ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের বিভেদে উস্কানি দেয়। বিজেপি শাসনের গত ন-বছরে এ জিনিস বারবার ঘটে চলেছে, আজ দেশের মানুষের চূড়ান্ত দুর্দশার সময় জ্ঞানবাপী মসজিদে শিবলিঙ্গের উপস্থিতি নিয়ে বিতর্কও এই বিভেদকামী রাজনীতিরই ছক।

ক্ষমতার রাজনীতির এই স্বরূপকে চিনতে পারা এবং সঠিক নেতৃত্বে গণআন্দোলনের ময়দানে সংগঠিত হয়ে একে প্রতিরোধ করা আজ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

জীবনাবসান

বাঁকুড়ার ওন্দা থানার চিঙ্গানি সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড শুকুর আলি মণ্ডল ২৫ এপ্রিল সকালে নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। গত এক বছর ধরে তিনি নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন।

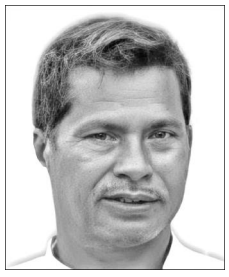

মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্র নেতা-কর্মীরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছান ও মরদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। জেলা সম্পাদকের পক্ষে মাল্যদান করা হয়। প্রয়াত কমরেডের শেষযাত্রায় দলের নেতা-কর্মীদের সাথে বহু সাধারণ মানুষও অংশ নেন।

১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি কমরেড স্বপন মণ্ডলের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে তিনি এস ইউ সি আই (সি)-র রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। স্থানীয় নানা আন্দোলনে, বিশেষ করে ওন্দা-তালডাংরা পিচ রাস্তা ও বাস চালুর দাবিতে আন্দোলনে প্রথম তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। পরে দলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিতে থাকেন।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি প্রথমে সিপিএম দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। আটের দশকের শেষের দিকে পঞ্চায়েতে তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে দল ছেড়ে তিনি বেরিয়ে আসেন। চিঙ্গানি গ্রামের সরকারি জমি থেকে চাষিদের উচ্ছেদ, শ্মশান জবরদখল, হাইস্কুলে শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী সরকারি সুপারিশ চালু, রেশন দুর্নীতি, পঞ্চায়েত দুর্নীতি এবং বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এলাকায় গড়ে ওঠা আন্দোলন পরিচালনায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন। এক সময় সিপিএম নেতৃত্ব খুনের মিথ্যা মামলায় কমরেড শুকুর আলিকে পাঁচ মাসের বেশি সময় জেলে কাটাতে বাধ্য করে। দলের অন্য কর্মীদেরও মিথ্যা মামলায় ফাঁসায়। সেই সময় দল ও কর্মীদের রক্ষায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলেন কমরেড শুকুর আলি।

দলের চিন্তার ভিত্তিতে গরিব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে সবসময় সচেষ্ট ছিলেন তিনি। প্রথাগত লেখাপড়ার বিশেষ সুযোগ না পেলেও রাজনীতি চর্চায় তাঁর আগ্রহ ছিল উল্লেখযোগ্য। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি দলের কাজকর্ম এবং নেতৃত্বের খোঁজখবর নিতেন।

২৪ মে তাঁর স্মরণে সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গ্রামের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়দেব পাল। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দিলীপ কুণ্ডু। কমরেড শুকুর আলি মণ্ডলের মৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে এবং গ্রামবাসী হারাল তাদের ঘনিষ্ঠ আপনজনকে।

কমরেড শুকুর আলি মণ্ডল লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

ভোটব্যাঙ্কের জন্য জনস্বার্থে মারাত্মক আঘাত বিজেপির

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৪ মে এক বিবৃতিতে বলেন, সীমাহীন মূল্যবৃদ্ধি, নজিরবিহীন বেকারি, লাগামছাড়া দুর্নীতি এবং আরও নানা সমস্যায় দেশের সাধারণ মানুষ চরম দুর্দশার সম্মুখীন। ঠিক এই সময় বিজেপি-সংঘ পরিবার আবারও মন্দির-মসজিদ বিতর্ককে ফেনিয়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। উদ্দেশ্য— জ্বলন্ত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি সরানো, জনগণকে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভাজিত করতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলা, মধ্যযুগীয় ধর্মীয় গোঁড়ামিকে বাড়তে সাহায্য করে বৈজ্ঞানিক মননশীলতা গড়ে তোলার পথে বাধা তৈরি করা। এর সাথে সুনির্দিষ্ট ভাবে যুক্ত হয়েছে তাদের হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক শক্তিশালী করার হীন স্বার্থ।

সাধারণ মানুষের স্বার্থের উপর এ এক মারাত্মক আঘাত। আমরা বিজেপি-সংঘ পরিবারের এই জঘন্য ফ্যাসিস্ট কার্যকলাপকে ধিক্কার জানাচ্ছি।

সমস্ত গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং বামমনস্ক মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, দেশের এই সংকটের সময় দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলে এই সর্বনাশা আক্রমণ প্রতিহত করতে এগিয়ে আসুন।

বাঁকুড়ায় নজরুল স্মরণ

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্ম দিবস পালিত হল সিপিডিআরএসের পক্ষ থেকে বাঁকুড়া জেলা শহরের কেন্দ্রস্থল মাচানতলা নেতাজি মূর্তির পাদদেশে। এই প্রভাতী অনুষ্ঠানে মাল্যদান করেন মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সহ সম্পাদক রাজকুমার বসাক। জেলার পক্ষে অ্যাডভোকেট সুব্রত দাস মোদক, অ্যাডভোকেট হরিদাস ব্যানার্জী, শিক্ষক মিলন চ্যাটার্জী দেবদাস সিংহ, অভ্রনীল মণ্ডল প্রমুখ।

আন্দোলনকারী এসএসসি প্রার্থীদের পাশে এসইউসিআই(সি)

অবিলম্বে নিয়োগের দাবিতে এসএসসি-র মেধাতালিকাভুক্ত প্রার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন। আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ২৫ মে কলকাতার গান্ধী মূর্তি সংলগ্ন ধরনাস্থলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর, ডাঃ তরুণ মণ্ডল ও কমল সাঁই। আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে তাঁরা বলেন, আপনাদের আন্দোলনের ফলেই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে সরকারি দুর্নীতিগুলি প্রকাশ্যে এসেছে।

তাঁরা বলেন, গতকাল দলের তরফে যে স্মারকলিপি বিকাশ ভবনে পেশ করতে চেয়েছিলাম, সেখানে অন্যতম দাবি ছিল, অবিলম্বে মেধাতালিকাভুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে এবং যেদিন থেকে নিয়োগ হওয়ার কথা সেদিন থেকেই বেতন দিতে হবে। আমাদের আরও দাবি, বেআইনি নিযুক্তদের বরখাস্ত করে বেতন ফেরত দিতে বাধ্য করতে হবে এবং দোষীরা যত প্রভাবশালীই হোক না কেন, তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু সরকারি প্রশাসন ডেপুটেশন গ্রহণ করেনি। তাঁরা বলেন, আমাদের দলের তরফথেকে আপনাদের দাবির সমর্থনে শীঘ্রই বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচির ঘোষণা হবে।

এসএসসি দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে এসএসসি দুর্নীতিতে জড়িত মন্ত্রী-আমলাদের গ্রেফতার, অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের বরখাস্ত করা, প্যানেলভুক্তদের দ্রুত নিয়োগ এবং নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত করার দাবিতে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।

কল্যাণী ঃ নদীয়া জেলার কল্যাণী মেইন স্টেশন থেকে ২৩ মে একটি মিছিল সহকারী শিক্ষা পরিদর্শকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় এবং ডেপুটেশনদেওয়া হয়। ২০ মে হাজরা মোড়ে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণেরও প্রতিবাদ জানানো হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্বদেন দলের কল্যাণী আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক চন্দন চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন দলেরজেলা কমিটির সদস্য অঞ্জন মুখার্জী।

হাওড়া ঃ এসএসসি-র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অফিসে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীদের ওপর অন্যায় পুলিশি হামলা ও গ্রেফতারের বিরুদ্ধে হাওড়ার রামরাজাতলা বাজারে ২৫ মে প্রতিবাদ মিছিল হয়।

তমলুক ঃ ২০ মে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে বিক্ষোভ হয়।

তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

রামরাজাতলা, হাওড়া

কল্যাণী, নদীয়া

পার্বত্য এলাকার ছাত্রছাত্রীদের কনভেনশন

পার্বত্য এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত সমস্যা ও জাতীয় শিক্ষানীতি-২০ বাতিলের দাবিতে ২২ মে দার্জিলিং জেলার জিডিএনএস হলে ছাত্র কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল। পার্বত্য অঞ্চলের ৯টি ডিগ্রি কলেজ, ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১টি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী প্রতিনিধিরা কনভেনশনে যোগদান করেন। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী, প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত, সেভ এডুকেশন কমিটির সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষে সৌরভ মুখার্জী, এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ, সিকিমের সাংস্কৃতিক কর্মী প্রবীণ উপ্রেতি, সিকিমের ছাত্রনেতা প্রবীণ বাসনেট প্রমুখ। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন এআইডিএসও-র কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মণিশঙ্কর পট্টনায়ক।

স্বরূপনগরে কৃষক বিক্ষোভ

জমির রেকর্ড সমস্যা নিয়ে কর্তৃপক্ষের গাফিলতি, দুর্নীতি, রায়ত হয়রানি, দালাল দৌরাত্ম্য ইত্যাদি প্রতিরোধে ২৪ মে উত্তর চব্বিশ পরগণার স্বরূপনগর বিএলআরও দফতরে সারা ভারত কিষান ও খেতমজদুর সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানোর পর ব্লক সম্পাদক ছোট্টু মির্জা ও সভাপতি যুগল সেনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বিএল অ্যান্ড এলআরও-র কাছে দাবিপত্র জমা দেন। স্থানীয় কিছু রায়তের সুনির্দিষ্ট সমস্যা তুলে ধরেন। উপস্থিত আধিকারিক সমস্যাগুলি তখনই সমাধান করে দিতে বাধ্য হন এবং অন্যান্য দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেন। এই কর্মসূচি কৃষকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরি করে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com